ইত্তেফাক

তারিখ ..09 AUG..1985.. ...
পৃষ্ঠা... .. ...1...কলাম..7... ...

জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবাসগুলি বন্ধ

। মশিউর রহমান ।

জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবাসগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ঢাকায় মাথা গুঁজিবার ঠাঁই না পাইয়া কিছুসংখ্যক ছাত্র গ্রামের বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে।

৬ মাস পূর্বে মালিটোলাস্থ একটি ছাত্রাবাসের ছাত্র ও স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে মারামারি হইলে পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জগন্নাথ কলেজের ১১টি ছাত্রাবাস একে একে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সংঘটিত এই দুঃখজনক সংঘর্ষের পর ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়া বৃহত্তম এই কলেজটির স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায়। পরে অবস্থার উন্নতি হইলে কলেজটি খুলিয়া দেওয়া হয়, তবে ছাত্রাবাসগুলি এখনও বন্ধ।

পুরাতন ঢাকার মহল্লাবাসীদের সহিত ছাত্রদের সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। ছাত্ররা জানায়, ছাত্রাবাসের আশপাশের একাধিক বাড়ীতে দিনরাত অবৈধ ভিসিআরে অশ্লীল ছবির প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ভিসিআর ব্যবসায়ীরা ক্ষেপিয়া যায়। পরী-

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

...ন্নাথ কলেজ

(১ম পৃঃ পর)

ক্ষার প্রস্তুতির দিনগুলিতে ছাত্ররা ভিসিআরের দৌরাত্ম্যে পড়াশুনা করিতে অসুবিধায় পড়িয়াছিল। মহল্লাবাসীদের পক্ষ হইতে বলা হয়, এক শ্রেণীর ছাত্র কথায় কথায় চাঁদা উঠাইবার সময় স্থানীয় দোকানীদের উপর চাপ সৃষ্টি করিত। সেইজন্য দোকানী ও অধিবাসীরা সম্মিলিত উদ্যোগে ছাত্রদের উৎখাতের পরিকল্পনা নেয়। দুই সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষের এক পর্যায়ে আরমানিটোলার আনোয়ার শফিক ছাত্রাবাস ভস্মীভূত হইয়া যায়। মালিটোলার বজলুর রহমান হলের কয়েকটি কক্ষেও অগ্নি-সংযোগ করা হয়।

এক শতাব্দী পূর্বে ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা পাকিস্তান আমল হইতেই প্রকট। বর্তমানে কলেজের ১১টি ছাত্রাবাসে সীট সংখ্যা প্রায় ১২ শত। বন্ধ হওয়ার আগে ছাত্রাবাসগুলিতে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র বসবাস করিত। গ্রাম ও মফস্বল শহর হইতে আগত ছাত্ররা কী কষ্ট করিয়া যে এইসব ছাত্রাবাসে থাকিত তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কষ্টকর। কয়েকটি ছাত্রাবাসে গোসলখানা থাকিলেও পানি সরবরাহ অনিয়মিত। পায়খানা ও প্রস্রাবখানা দিনের পর দিন অপরিচ্ছন্ন থাকায় দুর্গন্ধে ভরা। ছাত্রাবাসগুলিতে খেলাধুলা বা চিত্তবিনোদনের আয়োজন অনুপস্থিত। ১১টি ছাত্রাবাসের মধ্যে একটি কলেজ কর্তৃক ক্রয় করা বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত; বাকী ১০টি পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত বাড়ীতে গড়িয়া উঠিয়াছে।

জগন্নাথ সরকারী কলেজের আবাসিক সমস্যা লাঘবের জন্য সরকার গত বছর কলেজের পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রায় ৬ বিঘা জমি কলেজের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য প্রদান করিয়াছেন। এই জমিতে ৪টি ছাত্রাবাস নির্মিত হইবে। ২টি ছাত্রাবাসের নির্মাণ কাজ আগামী জানুয়ারীর মধ্যে শেষ হইবে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। সমস্যাপীড়িত ছাত্ররা খুব দ্রুত এইসব ছাত্রাবাস নির্মাণ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

গত পহেলা আগষ্ট হইতে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা শুরু হইয়াছে। কলেজটির আবাসিক কিছু ছাত্র মেসে থাকিয়া পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতেছে। অনার্স ও মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষাও কিছুদিন পর আরম্ভ হইবে। ঢাকা শহরের বিভিন্ন মেসে এই কলেজের কিছু সংখ্যক ছাত্র অবস্থান করিতেছে, মেসের ভাড়াও চড়িয়া গিয়াছে। নগরীর মেসগুলিতে সীট পাওয়া এখন দুষ্কর।

কর্তৃপক্ষ ১১টির মধ্যে আপাততঃ ২টি ছাত্রাবাস খুলিয়া দিয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার চিন্তাভাবনা করিতেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহিত যোগাযোগ করিতেছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাংলাবাজারের বাণীভবন ছাত্রাবাস ও তাঁতী বাজারের শহীদ শাহাবুদ্দিন ছাত্রাবাস ছাত্রদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইতে পারে। পরে অবস্থা বুঝিয়া পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ছাত্রাবাস খোলা হইবে।

জগন্নাথ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ জানান, এই কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের জন্য এই মুহূর্তে নির্মাণাধীন ছাত্রাবাসগুলির নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করিয়া পূর্ব হইতে ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহৃত পুরাতন বাড়ীগুলির জায়গায় বহুতল বিশিষ্ট নূতন ছাত্রাবাস তৈরী করা দরকার।